আরকানুল ঈমান

শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর বিশিষ্ট শাগরিদ মাজ্‌দ মাক্কি হাফি.
রচিত *আল-বায়ান ফি আরকানিল ঈমান*-এর পরিমার্জিত বাংলা সংস্করণ

আরকানুল ঈমান

নির্দেশনা

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

অনুবাদ : মাওলানা এনামুল হক

সম্পাদনা : মাওলানা আরিফুল ইসলাম

সুজুদ পাবলিশিং
অন্তহীন জীবনের সন্ধানে

প্রকাশকের কথা

একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন—‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দিন, যার ব্যাপারে আমাকে আর কারো কাছে কিছু জানতে হবে না।’ সাহাবীর এই সরল প্রশ্নের প্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ-ও দিলেন এক সরল এবং সারগর্ভ উত্তর। তিনি বললেন—‘বলো, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম, এবং এ কথার উপর অটল থাকো।’ (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৮)

সাহাবাদের যুগে ঈমান ছিল এতটাই সহজ ও সরল একটি বিষয়—কেবল একটি ঘোষণা এবং তার উপর দৃঢ়তা। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে নানা চিন্তা, মতবাদ ও দার্শনিক তর্কে সেই সরলতা হারিয়ে গেছে। আজ ঈমানের আলোচনা করতে গেলেই তৈরি হয় জটিল দার্শনিক ও তাত্ত্বিক গোলকধাঁধা। ফলে ঈমানের আলোচনায় এর আসল সৌন্দর্য ও সারল্য থাকে অনুপস্থিত।

এই বাস্তবতায় শাইখ মাজদ মাক্কী (হাফিযাহুল্লাহ)-এর রচিত *আরকানুল ঈমান* গ্রন্থটি সত্যিই এক আলোকবর্তিকা। দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা এড়িয়ে ঈমানের ছয় রুকনের সহজ, সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল বিবরণ উঠে এসেছে এই বইয়ে, যা মাদরাসার তালিবুল ইলম থেকে শুরু করে সাধারণ মুসলিম—সবার জন্যই সমানভাবে উপযোগী।

আমরা আশা করি, কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলীল এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ-এর আকীদাহর ভিত্তিতে রচিত এ গ্রন্থ পাঠকের সামনে ঈমানের বিশুদ্ধ কাঠামো স্পষ্ট করে তুলে ধরবে। এটি আমাদের ঈমানকে সুরক্ষিত করবে এবং নতুন প্রজন্মকে পথভ্রষ্টতার আঁধার থেকে আলোর পথে রাখবে, ইনশাআল্লাহ।

—প্রকাশক

আবদুর রহমান আদ-দাখিল

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

অ । র্প । ণ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের তিন মহান মনীষীর প্রতি—

আহমদ ইবনু হাম্বল (মৃত্যু: ২৪১ হি.),

আবুল হাসান আশআরি (মৃত্যু: ৩২৪ হি.),

আবু মানসুর মাতুরিদি (মৃত্যু: ৩৩৩ হি.)

রাহিমাহুমুল্লাহ।

জুনদাব ইবনে আবদুল্লাহ বাজালি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ، فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا. (مقدمة سنن ابن ماجه ح٦١)

আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি, তারপর কুরআন শিখেছি। এতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে। (মুকাদ্দিমা, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং. ৬১)

বাংলাদেশে ইসলামি আকিদা ও আরবি সাহিত্যের প্রাণপুরুষ, বহু গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ (আফাল্লাহু আনহু)-এর

দুআ ও অভিমত

ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয় হলো আকিদা শাস্ত্র। হানাফি মাযহাবের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিদায়া'র ব্যাখ্যাকার আল্লামা আকমালুদ্দিন বাবিরতি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

'কোনো শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ হয়, তার জ্ঞান-তথ্যের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা। আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলির জ্ঞান যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তাই যে শাস্ত্রে এ সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোচনা হয়, তা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। আর জানা কথা, আকিদা শাস্ত্রেই আল্লাহ তাআলার সত্তা, গুণাবলি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আলোচনা হয়। বস্তুত জ্ঞান দুই প্রকার : ধর্মীয় ও অন্যান্য। এর মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। ধর্মীয় জ্ঞান আবার দুই প্রকার : ঈমান-আকিদা এবং বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সম্পাদিত শরিয়তের বিধি-বিধান। আকিদা-শাস্ত্র ছাড়া অন্য সকল শাস্ত্রই আকিদা-শাস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। কারণ...

* মুফাসসির আলেম আল্লাহর কালামের মর্মার্থ অনুসন্ধান করেন, যা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মহান স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়ার পরবর্তী বিষয়। আর আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা হয় আকিদা-শাস্ত্রে।

* মুহাদ্দিস আলেম গবেষণা করেন রাসুলের বাণীসমগ্র নিয়ে, যা তার নবুওয়াত প্রমাণিত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল।

* ফকিহ আলেম আলোচনা করেন আল্লাহর বিধিবিধান সম্পর্কে। তা আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসুলের রিসালাত সাব্যস্ত হওয়ার পরবর্তী শাখাগত বিষয়।

উল্লিখিত বিবরণ থেকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, উলুমে শরিয়ার প্রতিটি শাস্ত্রই আকিদা শাস্ত্রের মুখাপেক্ষী। অতএব ইলমুল আকিদাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'[১]

আমার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হলো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ শাস্ত্রটি বর্তমানে আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। কেরাত, তাজবিদ, তাফসির, হাদিস, ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে যে পরিমাণ চর্চা হচ্ছে, আকিদা বিষয়ে হচ্ছে না তার সিকিভাগও। তাই নিজের শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও অবহেলিত এই শাস্ত্রে কিছু খেদমতের লক্ষ্যে ১৪৪১-৪২ হিজরি শিক্ষাবর্ষে মাহাদে 'আকিদা ও তাওহিদ বিভাগ' নামে[২] একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আলহামদুলিল্লাহ! অদ্যাবধি বিভাগটি দেওবন্দি ধারায় পরিচালিত হয়ে আসছে। 'ইসলামি আকিদার ব্যাখ্যা' বইয়ের[৩] ৩৩৪-৩৩৭ নং পৃষ্ঠায় দেওবন্দি তরিকার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বিভাগটিকে সকল বিচ্যুতি থেকে নিরাপদ রেখে সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন। আমিন!

শাইখ মাজ্‌দ মাক্কি হাফিজাহুল্লাহ রচিত আল-বায়ান ফি আরকানিল ঈমান গ্রন্থটি আমাদের আকিদা বিভাগে নেসাবভুক্ত রয়েছে। এর প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই এক বা একাধিক আয়াত কিংবা হাদিস রয়েছে। তাত্ত্বিক বিতর্কের পিছনে না পড়ে ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো তাতে সহজ-সাবলীল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ঈমানের প্রভাব কীরূপ হয়ে থাকে, তা-ও বড় চমৎকার শৈলীতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আকিদা বিভাগের প্রথম দুই বছর অর্থাৎ ১৪৪১-৪২ ও ১৪৪২-৪৩ হিজরি শিক্ষাবর্ষে গ্রন্থটির পাঠদানের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত ছিল। তখন

---

[১] শরহুল আকিদাতিত তহাবিয়্যাহ, পৃ. ২৮, ঈষৎ পরিবর্তিত।

[২] মাহাদের পুরো নাম 'মাহাদুশ শায়খ ফুআদ লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়া ঢাকা' এবং আকিদা ও তাওহিদ বিভাগের পুরো নাম قسم العقيدة والتوحيد على مذهب أهل السنة والجماعة

[৩] প্রকাশক : ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

গ্রন্থের লেখকের সাথে আমার কয়েকবার ফোনালাপ হয়েছে এবং তার থেকে ইলমুল আকিদা বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ হয়েছে। জাযাহুল্লাহু আহসানাল জাযা!

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমার প্রিয় ছাত্র মাওলানা এনামুল হক গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেছে; এবং আরও আনন্দিত এটা জানতে পেরে যে, আমারই আরেক ছাত্র মাওলানা আরিফুল ইসলাম অনুবাদকর্মটি সম্পাদনা করেছে এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে। আমি আশাবাদী, বইটি সর্বস্তরের মানুষের জন্য আকিদা বিষয়ক প্রাথমিক পাঠযোগ্য বই হিসেবে বিবেচিত হবে এবং মুসলমানদের অন্তরে বিশুদ্ধ ঈমান-আকিদার বীজ বপন করতে সহায়ক হবে, বিইযনিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বইয়ের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক, পাঠক, শ্রোতা সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন! দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানে সফলতা নসিব করুন! আমিন!

বিনীত
মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ [আফাল্লাহু আনহু]
তারিখ : ১৫-৫-১৪৪৬ হি. সোমবার

সম্পাদকের কথা

এক.

একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান তিন ভাগে বিভক্ত : আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগি ও মুআমালাত-মুআশারাত। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আকিদা-বিশ্বাস। কেননা এটাই দুনিয়া-আখেরাতের সফলতার মূল ভিত্তি এবং অফুরন্ত নিয়ামত লাভের প্রকৃত চাবিকাঠি। বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি আখেরাতে যেমন মুক্তি লাভ করতে পারে না; দুনিয়াতেও সুখ-সমৃদ্ধির জীবনযাপন করতে পারে না।[৪]

দুই.

মানবজাতির বিরুদ্ধে শয়তানি ষড়যন্ত্রের সূচনা সেই সৃষ্টিলগ্ন থেকেই। কীভাবে আল্লাহর বান্দাদের বিপথে নেওয়া যায়, সরল পথ থেকে দূরে সরানো যায়- সে চিন্তায় আদাজল খেয়ে নেমেছে শয়তান ও তার চেলাচামুণ্ডা। সফলতার মূল ভিত্তিই যেহেতু আকিদা-বিশ্বাস, তাই তাদের প্রধান টার্গেট : আকিদা-বিশ্বাস নষ্ট করে মানুষকে চিরকালের জন্য জাহান্নামি বানিয়ে ফেলা। একে কেন্দ্র করে ইসলাম ও মুসলমানের ওপর শয়তান ও তার দোসরের উপর্যুপরি আক্রমণও চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। জাহিলিয়াতের কালো আঁধার ছেদ করে ইসলাম যখন বিলাতে শুরু করে তার বিশ্বাসের আলো; অন্য সকল ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্য তা কাল হয়ে দাঁড়াল। তাই ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে উঠে-পড়ে লাগল সমগ্র শয়তানি রাজত্ব। বয়ে গেল হাজারো রক্তস্রোত। কিন্তু

---

[৪] বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের ইহকালীন ও পরকালীন প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

ঐশী শক্তিতে বলিয়ান এই বিশ্বাসীদের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলো সকল শয়তানি শক্তি।

সংখ্যাধিক্যতা ও জাগতিক শক্তির প্রাচুর্যের পরও যখন তারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের দমাতে পারল না; শুরু করল নতুন ষড়যন্ত্র। সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে এবার তারা মনোযোগ দিলো মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে। শিক্ষা ও গবেষণার নামে শুরু করল ইসলাম-বিকৃতির অপচেষ্টা। আবিষ্কার করল এক নতুন ধর্ম ‘মডারেট ইসলাম’। ইসলামের এই নিউ ভার্সনের আড়ালে তারা কুঠারাঘাত করল প্রকৃত ইসলামের গোড়ায়। অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচারের মাধ্যমে শুরু করল ইসলামের প্রকৃত রূপকে মুছে দেওয়ার পায়তারা। মুসলমানের মন ও মস্তিষ্কে ছড়িয়ে দিতে লাগল তাদের বিকৃত চিন্তার বিষাক্ত বাষ্প , যা তিলে তিলে ধ্বংস করতে লাগল মুসলমানদের ওই সকল আকিদা-বিশ্বাস, যার ফলে তারা শ্রেষ্ঠ জাতি; তারা বিজয়ী জাতি; তারা ...। মুসলমানের সন্তানরা আজ ধীরে ধীরে বিশ্বাসী হয়ে উঠছে তাদের শেখানো ইসলামে। বংশগতভাবে মুসলমান হলেও চেতনা-বিশ্বাসে তারা আজ তাদেরই আস্থাভাজন, ‘মডারেট মুসলিম’।

এই করুণ পরিস্থিতিতে শাখাগত মতপার্থক্যের পথ এড়িয়ে মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসের আলোচনার পথ উন্মুক্ত করা এবং প্রতিটি মানুষের সামনে ইসলামের প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরা; কেবল সময়ের দাবিই নয়, চ্যালেঞ্জও।

তিন.

যদিও প্রত্যেক যুগেই ইসলামের শত্রুরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছে ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে আলো জ্বালাতে চান তা নেভানোর সাধ্য কার!? তিনিই যুগে যুগে আবির্ভাব ঘটিয়েছেন উম্মাহর সেই মহান বীরপুরুষদের, যারা শয়তানি চক্রের মোকাবেলা করেছেন মজবুত হাতে। বাতিল যে পথেই অগ্রসর হয়েছে, তাঁরা তাদের রুখে দিয়েছেন বীর-বিক্রমে। প্রয়োজনে কখনো হাতে নিয়েছেন ধারালো তরবারি, আবার কখনো ক্ষুরধার লেখনী।

শত-সহস্র বছরের ইতিহাস সাক্ষী! পৃথিবীর কোনো সভ্যতা তরবারি ছাড়া

মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি এবং শিক্ষার আলো ছাড়া রাজত্ব ধরে রাখতে পারেনি। অতএব একটি ছেড়ে আরেকটি নয়, বরং উভয়টিই ধারণ করতে হবে মজবুত হাতে।[৫]

উম্মাহর সিপাহসালারগণ ক্রুসেড-তাতার-সামাজ্যবাদী শক্তিকে রুখেছেন ঢাল-তরবারি ও রাইফেল-বন্দুকের মাধ্যমে। মুতাজেলা-খারেজি-রাফেজি সম্প্রদায়কে রুখেছেন দলিল-প্রমাণ ও হুজ্জত কায়েমের মাধ্যমে। তাদের এই পথ চলা আমাদের এ শিক্ষাই দেয় যে, ইসলাম ও মুসলমানদের বর্তমান শত্রুদের সাথেও একই পদ্ধতিতে মোকাবেলা করতে হবে। এক হাতে অসি এবং অপর হাতে মশি নিয়ে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। প্রিন্ট-ইলেকট্রিক-সোশ্যাল মিডিয়াসহ সর্বদিক থেকে তাদের অ্যাটাক করতে হবে। এজন্য আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হলো শত্রু-মিত্র নির্ণয় করা। কাদের সঙ্গে আমাদের চির শত্রুতা, আর কাদের সঙ্গে নিরন্তর মিত্রতা- তা জানা। এখানে ভুল হলে পরবর্তী পদক্ষেপ ভুল হতে বাধ্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, কিছু অসাধু ধর্মব্যবসায়ী ও অনভিজ্ঞ বিদ্বানের কবলে শত্রু-মিত্রের পরিচয় আজ ধাঁধাঁয় রূপ নিয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা সত্ত্বেও শত্রুতা-মিত্রতার পুরো কনসেপ্ট প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ![৬] এমতাবস্থায় শত্রু-মিত্র চেনার জন্যও বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

---

[৫] বস্তুত এ দুটি জিনিসই সভ্যতা বিনির্মাণের প্রধান হাতিয়ার। জনৈক লেখক তার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে লিখেছেন,

تَأَمَّلْتُ التَّارِيْخَ الْإِسْلَامِيَّ فَوَجَدتُّ أَنَّ الَّذِيْ يَرْفَعُ الْقَلَمَ دُوْنَ سَيْفٍ يَذِلُّ، وَالَّذِيْ يَرْفَعُ السَّيْفَ دُوْنَ قَلَمٍ يَضِلُّ وَيَزِلُّ، وَمَنْ يَّرْفَعُهُمَا مَعًا فَإِلَى مُبْتَغَاه يَهْتَدِيْ وَيَصِلُ.

ইসলামি ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে আমি দেখেছি : যে ব্যক্তি তরবারি ছেড়ে কেবল লেখনী ধারণ করে, সে লাঞ্ছিত হয়। আর যে ব্যক্তি লেখনী ছেড়ে কেবল তরবারি উত্তোলন করে, সে পথভ্রষ্ট হয়; পদচ্যুতির স্বীকার হয়। আর যে ব্যক্তি একই সাথে উভয়টি ধারণ করে, সে-ই গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। (মুনাযারাতুন বাইনাস সাইফি ওয়াল কলাম, আবু জানদাল আযদি)

[৬] শত্রুতা-মিত্রতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ হাফিজাহুল্লাহর নির্দেশনায় রচিত 'আকিদাতুল ওয়ালা ওয়াল বারা' বইটি। (প্রকাশিতব্য)

কেননা বিশ্বাসের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে শত্রুতা ও মিত্রতা। বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস লালনকারী প্রত্যেকেই আমাদের মিত্র। আর অশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের ধ্বজাধারীরা -চাই সে মডারেট 'মুসলিম'ই (?) হোক না কেনো- আমাদের শত্রু। 'পালকপুত্র' যেমন 'পুত্র' নয়, 'মডারেট ইসলাম'ও 'ইসলাম' নয়; বরং এক নতুন ধর্ম। ধোঁকা দিয়ে মুসলমানদের ঈমান-আকিদা হরণের লক্ষ্যেই এ ধর্মের জন্ম।

চার.

বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদা বিষয়ে আরবি ভাষায় পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী উলামায়ে কেরামের যথেষ্ট পরিমাণ কিতাবাদি পাওয়া গেলেও, বাংলা ভাষায় 'পূর্ণ ইসলামি আকিদা' নিয়ে লেখা বই-পুস্তকের সংখ্যা এখনো হাতে গোনা। সেগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেণির পাঠকের জন্য উপযোগী বই-পুস্তক তো আরো দুর্লভ। তাই সর্বশ্রেণির মানুষের পাঠযোগ্য ও দলিলসমৃদ্ধ একটি বইয়ের প্রয়োজন ছিল বহু আগ থেকেই। সে প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই আরকানুল ঈমান বইটির পথচলার সূচনা।

আল্লাহ তাআলা এ বইকে মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণের একটি সোপান হিসেবে কবুল করুন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমিন!

আরিফুল ইসলাম
মুকিম : মাদরাসা আলী রা.
পাঠানটুলি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
১৯ শাওয়াল ১৪৪৫ হি./২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি.

অনুবাদকের আরজ

যেকোনো ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত ঈমান। ঈমান না থাকলে অজস্র ভালো কাজও বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে। জীবনের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এজন্য বিশ্ব কুফরিশক্তির প্রধান টার্গেট মুসলমানের ঈমান। প্রিন্ট-ইলেক্ট্রিক-সোশ্যাল মিডিয়া সহ সর্বদিক থেকে তারা এখন মুসলমানের ঈমানকে টার্গেট করছে। মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা, অপপ্রচার যেকোনো উপায়ে তারা মুসলমানের ঈমান হরণের নেশায় মেতেছে। এহেন পরিস্থিতিতে শাখাগত মতপার্থক্যের পথ এড়িয়ে ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো শরিয়তের দলিল সহকারে উম্মাহর সামনে স্পষ্ট করা সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

বর্তমানে আমাদের দেশে মাদরাসা-শিক্ষার পাঠ্য-সিলেবাসে ঈমান ও আকিদা সংক্রান্ত যে কিতাবগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, হাতে গোনা দু'একটি ছাড়া সেগুলোর সবই উঁচু স্তরের তালিবুল ইলমদের উপযোগী। আর ঈমান-আকিদার বিষয়টি যেহেতু প্রত্যেক স্তরের তালিবুল ইলম, এমনকি সাধারণ প্রতিটি মানুষের জন্যও অত্যন্ত জরুরি; তাই দীর্ঘদিন যাবৎ এ বিষয়ক সহজতর ও দলিলভিত্তিক একটি কিতাব অনুসন্ধান করছিলাম। অবশেষে ইফতা বিভাগে অধ্যয়নকালে উস্তাদে মুহতারাম মুফতি বেলাল হুসাইন হাফিজাহুল্লাহর মাধ্যমে শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহিমাহুল্লাহর বিশিষ্ট শাগরিদ মাজ্‌দ মাক্কি হাফিজাহুল্লাহ রচিত আল-বায়ান ফি আরকানিল ঈমান গ্রন্থটির সাথে পরিচিত হই। গ্রন্থটির বর্ণনাধারা, আলোচনা-বিন্যাস, দালিলিক উপস্থাপন প্রতিটি বিষয়ই আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছে এবং বাংলা ভাষাভাষীর হাতে এর একটি সরল অনুবাদ তুলে দেওয়ার ব্যাপারে আমাকে আগ্রহী করে তুলেছে।

অতঃপর গুরুজনদের সাথে পরামর্শ করে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে

অনুবাদের কাজ শুরু করে দিই। সুহৃদ সঙ্গী মুফতি শহিদুল ইসলাম ও বড় ভাই এহতেশামুল হক নাঈম-এর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় অত্যন্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে তা শেষও করে ফেলি। অনুবাদ-কর্মটি সম্পন্ন হওয়ার পর যখন সম্পাদনা-পর্ব আসে, তখন বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের প্রতি লক্ষ রাখতে গিয়ে তাতে বেশ কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে হয়। যে আলোচনাগুলো আমরা নতুন যুক্ত করেছি, সেগুলো আমরা ডাবল ফার্স্ট ব্রাকেটে ((=)) রেখেছি, যেন পাঠক সেগুলোকে মূল লেখকের কথা মনে না করেন।

ব্যক্তিগত অযোগ্যতা ও বৈষয়িক জটিলতার কারণে কাজটি শুরু করার সময় ভাবতেও পারিনি যে, তা একদিন বই আকারে প্রকাশিত হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ এবং সহপাঠী ও বন্ধুবর মাওলানা আরিফুল ইসলামের ভাষা ও বিষয়গত সম্পাদনা আমার লেখাকে পড়ার উপযোগী করে দিয়েছে। তারপর শ্রদ্ধেয় ভাই তানজীদ সিয়াম ও প্রকাশক আবদুর রহমান আদ-দাখিল ভাইয়ের সহায়তায় বইটি এখন পাঠকের হাতে। আল্লাহ তাআলা বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উভয় জাহানে সফলতা ও কামিয়াবি দান করুন! আমিন!

পরিশেষে পাঠক মহলের কাছে আমার বিনীত আরজ, মানুষ হিসেবে আমি ভুলের ঊর্ধ্বে নই এবং কাজ হিসেবে এটিই আমার প্রথম কাজ। তাই ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক। কারো কাছে এরূপ কিছু দৃষ্টিগোচর হলে, আমাকে অবহিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো বিবেচনায় রাখব, ইনশাআল্লাহ।

এনামুল হক
উস্তাদুল হাদিস : মাদরাসায়ে দারুল উলুম
মিরপুর-৬, ঢাকা

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা.. ২১
বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের ইহকালীন প্রয়োজনীয়তা.......................... ২১
বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের পরকালীন প্রয়োজনীয়তা......................... ২৫
ঈমানের পরিচয়,শর্তাবলী ও রোকনসমূহ.................................... ২৭

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহর ওপর ঈমান.. ৩৩
আল্লাহর অস্তিত্ব.. ৩৫
আল্লাহর একত্ববাদ... ৪২
একত্ববাদে বিশ্বাসের মর্ম.. ৪৬
শিরক: পরিচয় ও প্রকারভেদ... ৫২
শিরকে আকবর ও শিরকে আসগরের মধ্যে পার্থক্য....................... ৬৫
সিফাতে বারি তাআলা... ৭০
আল্লাহ তাআলা সব ধরনের দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র...................... ৭৬
ইবাদতের মর্মকথা... ৮১
ইবাদতের প্রকারভেদ.. ৮৩
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব.. ৮৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফেরেশতাদের ওপর ঈমান.. ৯২
ফেরেশতাদের পরিচয়.. ৯৪
ফেরেশতাদের গুণাবলি... ৯৫
ফেরেশতাদের কার্যাবলী.. ৯৮

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার প্রভাব.................................... ১০৪
জীন জাতি.. ১০৬
জীন গায়েব জানে না.. ১১৩
গণক, জাদুকর ও ভবিষ্যদ্বক্তাকে সত্যায়নকারীর বিধান.................. ১১৭
শয়তানের জগৎ... ১১৮
শত্রুতার ধরন ও হাতিয়ার.. ১২০
শয়তান থেকে আত্মরক্ষার উপায়... ১২৩

তৃতীয় অধ্যায়

আসমানি কিতাবের ওপর ঈমান... ১২৬
আসমানি কিতাবের পরিচয়... ১২৮
আসমানি কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনার কিছু প্রভাব................ ১৩১
পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বিকৃতি.. ১৩৩
কুরআন.. ১৩৯
কুরআন সংকলন.. ১৪০
কুরআনের বৈশিষ্ট্যাবলী.. ১৪৩
কুরআনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য................................ ১৪৭

চতুর্থ অধ্যায়

নবী-রাসুলদের ওপর ঈমান.. ১৪৯
নবী-রাসুলদের ওপর ঈমান.. ১৫০
রাসুলের পরিচয়.. ১৫২
রাসুলদের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য.................................. ১৫৯
রাসুলগণের দায়িত্ব.. ১৬৩
যেগুলো নবীদের দায়িত্ব বা কাজ নয়....................................... ১৬৫
প্রত্যেক জাতির জন্যই রাসুল প্রেরণ করা হয়েছে......................... ১৬৭
সকল রাসুলের রিসালাতের মূলবার্তা এক ও অভিন্ন...................... ১৭০
মুজিযা.. ১৭৩
মুজিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য.. ১৭৭

রাসুলদের মুজিযাসমূহ.. ১৭৭
আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযাসমূহ....... ১৮৪
রিসালাতে মুহাম্মদী.. ১৯০
চিরন্তন মুজিযা.. ১৯৩
কুরআনের চ্যালেঞ্জ.. ১৯৩
চ্যালেঞ্জের বিভিন্ন দিক.. ১৯৬
রিসালাতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্যাবলী.. ২০১
সর্বশেষ নবী ও রাসুল.. ২০৩
সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল.. ২০৬
উম্মতে মুহাম্মদী.. ২১৪
উম্মাহর ওপর রাসুলের হক.. ২১৯

পঞ্চম অধ্যায়

শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস.. ২২৯
শেষ দিবসের প্রতি ঈমান.. ২৩১
শেষ দিবসের বিশ্বাসের ফলাফল.. ২৩৮
মৃত্যু ও কবর.. ২৪১
কিয়ামত.. ২৪৫
কিয়ামতের ছোট আলামত.. ২৪৬
কিয়ামতের বড় আলামত..২৪৮
পুনরুত্থান.. ২৫৫
পুনরুত্থানের প্রমাণ.. ২৫৭
হাশর.. ২৬০
হাশরের ময়দানে মানুষের অবস্থা.. ২৬১
হাশরের ময়াদানের ভয়াবহতা.. ২৬৪
হাউজ.. ২৬৭
শাফাআত.. ২৭০
শাফাআতের প্রকারভেদ.. ২৭১
যাদের শাফাআত আল্লাহর আদালতে মঞ্জুর.. ২৭৩

হিসাব.. ২৭৬
হিসাব-নিকাশের যথার্থতা.. ২৭৭
পুলসিরাত..২৮৩
জান্নাত ও জাহান্নাম... ২৯০
জান্নাতের নিয়ামতরাজি...২৯৩
জান্নাতের বিভিন্ন স্তর.. ৩০২
জাহান্নামের শাস্তি.. ৩০৭
জাহান্নামিদের খাদ্য-পানীয়.. ৩০৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস.. ৩১২
তাকদিরের পরিচয় ও প্রকারভেদ.. ৩১৪
তাকদিরের মাধ্যমে গুনাহের পক্ষে যুক্তি পেশ করা......................... ৩২১
তাকদির দ্বারা তাকদির প্রতিহত করা...................................... ৩২৫
তাকদিরের প্রতি বিশ্বাসের ফলাফল.......................................৩৩১

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামি আকিদার বৈশিষ্ট্যসমূহ.. ৩৩৪
ইসলামি আকিদা আল্লাহ প্রদত্ত আকিদা.................................... ৩৩৬
ইসলামি আকিদা স্বভাবজাত আকিদা...................................... ৩৩৮
ইসলামি আকিদা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আকিদা............................... ৩৩৮
ইসলামি আকিদা যৌক্তিক ও প্রমাণিত আকিদা............................ ৩৪৩
ইসলামি আকিদা মধ্যপন্থী আকিদা.. ৩৪৮
ইসলামি আকিদা প্রায়োগিক আকিদা...................................... ৩৪৯
ইসলামি আকিদা পরিব্যপ্ত আকিদা.. ৩৫৯

প্রারম্ভিকা

বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের ইহকালীন প্রয়োজনীয়তা

বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের অধিকারী মুসলমান আখেরাতে যেমন ভোগ করবে অফুরন্ত নিয়ামত; দুনিয়াতেও লাভ করবে সুখ-সমৃদ্ধির হায়াত। তাই বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা কেবল আখেরাতেই নয়, পার্থিব জীবনেও তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একটি সুন্দর পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে বিশুদ্ধ আকিদার বিকল্প নেই। কারণ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই মানুষ তার জীবন পরিচালনা করে; জীবনের বাঁকে বাঁকে, প্রতিটি অধ্যায়ে বিশ্বাসের এক অদৃশ্য আকর্ষণ সে অনুভব করে। আকিদা বিশুদ্ধ হলে তার কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম সকল ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার আভাস ফুটে ওঠে; জীবন হয় স্বচ্ছ ও নির্মল। আর আকিদা অশুদ্ধ হলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জড়তা, অস্পষ্টতা ও সন্দেহ-সংশয় দানা বাঁধে। আর জীবন হয়ে ওঠে তিক্ত ও বিভীষিকাময়।

বিষয়টি সহজে বোধগম্য করে তোলার জন্য কিছু কথা নিবেদন করছি-

এক.

সৃষ্টিগতভাবে মানুষ বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ায়, প্রতিটি বস্তুতেই সে হেতু খুঁজে বেড়ায়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সেতুবন্ধনটি যেহেতু পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা পুরোপুরি ধরা যায় না, তাই এ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে আকলের মোড়কে প্যাঁচানো উত্তর তার অন্তরের পিপাসা নিবারণ করতে পারে না এবং তাকে আত্মতৃপ্তি দানে সামর্থ্য হয় না।

স্রষ্টা ও সৃষ্টিগত যেসব প্রশ্ন মানুষকে খুব বেশি পীড়া দিতে থাকে সেগুলো হলো-

ক. কোত্থেকে আমার আগমন? এই পৃথিবীর অস্তিত্বই-বা কোত্থেকে?

((বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের পরকালীন প্রয়োজনীয়তা

আখেরাতে মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে-

এক. কিছু মানুষ চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে।

দুই. কিছু মানুষ সাময়িক সময়ের জন্য জাহান্নামে যাবে।

তিন. বাকিরা সরাসরি জান্নাতে যাবে। কেউ উচ্চস্তরে, আর কেউ অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে।

'আগে মূলধন রক্ষা, পরে লাভ করার চেষ্টা'- এই মূলনীতির আলোকে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে সর্বপ্রথম আমাদেরকে ঈমানের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে এবং বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি যত্নশীল হতে হবে; কারণ ঈমান ও আকিদা-বিশ্বাসের ঘাটতি মানুষকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের উপযোগী বানিয়ে ফেলে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٣٩

যারা কুফরি করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তারাই জাহান্নামবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সুরা বাকারা : ৩৯)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبۡوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلۡجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلۡخِيَاطِۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُجۡرِمِينَ ٤٠

নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং অহংকারবশত তা থেকে ফিরে থেকেছে, তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবে

ঈমান : পরিচয়, শর্তাবলী ও রোকনসমূহ

((ঈমানের পরিচয়

ঈমান শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো বিশ্বাস করা, সত্যায়ন করা ইত্যাদি।

পরিভাষায় ঈমান হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বার্তা ও বিধান নিয়ে আগমন করেছেন সেগুলো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেওয়া।

ঈমানের শর্তাবলী

ঈমান বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য মৌলিক কিছু শর্ত রয়েছে, যেগুলো ছাড়া ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। শর্তগুলো হলো-

ক. ইসলাম ও তার প্রতিটি বিধানের প্রতি পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি ও পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসা লালন করা।

খ. দ্বীনের প্রতিটি বিষয়কে সম্মান ও শ্রদ্ধার উপযুক্ত জ্ঞান করা।

গ. শরিয়তের নীতিমালা ও আইন-কানুনের সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা।

ঘ. ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং সেগুলোর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ লালন করা।

উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ই ঈমানের জন্য অপরিহার্য। এর কোনো একটি বিষয় ছুটে গেলে ঈমান বাতিল বলে গণ্য হবে।[১৩]))

ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বী : কুফর

কুফর শব্দের শাব্দিক অর্থ লুকিয়ে রাখা, গোপন করা ইত্যাদি।

---

[১৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন মুফতি উবাইদুর রাহমান রচিত *ইবকারুল আফকার ফি উসুলিল ইকফার*, পৃ. ৬৪-৮২, দ্বিতীয় সংস্করণ।

পরিভাষায় কুফর হলো, ঈমান গ্রহণ না করা কিংবা ঈমানের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করা অথবা অকাট্যভাবে প্রমাণিত শরয়ি কোনো বিধান অস্বীকার করা।

ঈমানের রোকনসমূহ

রোকন শব্দের অর্থ হলো খুঁটি, ভিত্তি, মূল অংশ ইত্যাদি। সুতরাং 'ঈমানের রোকন' হলো ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত সকল বার্তা ও বিধান সত্যায়ন করা ও মেনে নেওয়ার নামই হলো ঈমান। তবে তন্মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে একেবারে মৌলিক পর্যায়ের, যেগুলোর আলোচনা কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন স্থানে বহুবার বিবৃত হয়েছে। এমনকি হাদিসে জিবরীলে 'ঈমান কী?' প্রশ্নের জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোর কথাই উল্লেখ করেছেন এবং জিবরীল আলাইহিস সালাম তা সত্যায়ন করেছেন। সেগুলো হলো- ১. আল্লাহ তাআলা, ২. ফেরেশতা, ৩. আসমানি কিতাব, ৪. নবী-রাসুল, ৫. শেষ দিবস ও ৬. ভালো-মন্দ তাকদির।

সুরা বাকারার শুরুতে, মাঝে ও শেষে আল্লাহ তাআলা বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। সুরার শুরুতে তিনি ইরশাদ করেন,

ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ... وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ
مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

[মুত্তাকি হলো ওই সকল লোক] যারা গায়েবের[১৪] প্রতি ঈমান রাখে... এবং যারা আপনার প্রতি ও আপনার পূর্বে নাজিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখে। তারা আখেরাতের প্রতিও পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। (সুরা বাকারা : ৩-৪)

সুরার মধ্যখানে তিনি ইরশাদ করেন,

وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ

[১৪] দৃষ্টির অগোচরে থাকা যেসব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে আমরা আদিষ্ট, তার সবই গায়েব-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন : আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি।

আল্লাহর অস্তিত্ব

মানুষের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো, আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা : তিনি হক (সত্য)। তাঁর অস্তিত্ব বিদ্যমান। দৃশ্যমান মহাজগতের অস্তিত্বের ব্যাপারে যেমন কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের ব্যাপারেও কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَفِي ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

> আল্লাহর ব্যাপারেই কি [তোমাদের] সন্দেহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! (সুরা ইবরাহিম : ১০)

এজন্যই কুরআনুল কারিমের বহু স্থানে আল্লাহ তাআলাকে 'হক' বলা হয়েছে।[১৭] কারণ 'হক' বলা হয় এমন বস্তুকে যা সাব্যস্ত করা ও স্বীকার করা অপরিহার্য। অকাট্য দলিল ও শক্তিশালী প্রমাণ বিদ্যমান থাকার ফলে যার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না এবং যার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ থাকে না।

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ

আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব সম্পর্কে অসংখ্য দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে তার কিয়দংশ উল্লেখ করা হলো-

এক. ফিতরাত বা স্বভাব-নিহিত দলিল

ফিতরাত মানুষের স্বভাব-নিহিত ওই যোগ্যতার নাম, যার মাধ্যমে সে ভালো-মন্দ ও সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করতে পারে। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি

---

[১৭] যেমন : সুরা হজ : ৬২, সুরা নুর : ২৫, সুরা ইউনুস : ৩২

মানুষের মাঝেই এই যোগ্যতা বিদ্যমান রেখেছেন। তাই পারিপার্শ্বিক কোনো কারণে মস্তিষ্ক বিকৃত না হলে মানুষ নিজ হৃদয়ে সৃষ্টিকর্তার অনুভূতি অবশ্যই লালন করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ. (رواه البخاري ح ١٣٤٣ في باب "إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.)

প্রত্যেক নবজাতকই ফিতরাতের ওপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, নাসারা বা মাজুসি (অগ্নিপূজারী) রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে [জন্মগত] কানকাটা দেখতে পাও?[১৮]

স্বভাবজাত এ যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে সত্যধর্ম গ্রহণ করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ

অতএব তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। [আর অনুসরণ করো] আল্লাহর ফিতরাতের, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। (সুরা রূম : ৩০)

দুই. বিশ্বজগতের মাঝে নিহিত দলিল

মহাজগতের প্রতিটি সৃষ্টি, সেগুলোর গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি সবই জ্ঞানবানের জন্য আল্লাহর অস্তিত্বের বার্তা বহন করে। আপনি আপনার নিজের দিকে এবং চারপাশের মহাজগতের দিকে লক্ষ করুন। এরপর একটু চিন্তা করে বলুন, আপনি কি নিজেকে সৃষ্টি করেছেন, না এই সুবিশাল আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন!? কোনোটিই আপনি সৃষ্টি করেননি। না আপনি আর না অন্য কেউ। এ দাবি করার সাধ্য কারো নেই। কারণ, নিজেই নিজের স্রষ্টা হওয়া অসম্ভব। অতএব কোনো না কোনো স্রষ্টা অবশ্যই থাকবেন। আর তিনিই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

[১৮] *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং. ১৩৪৩